সংবাদ

তারিখ 13 NOV 2016
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩

প্রতিষ্ঠার ২০ বছরেও ইউজিসির অনুমোদন পায়নি ইবি স্কুল

ফেরদাউসুর রহমান সোহাগ, ইবি (কুষ্টিয়া)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ল্যারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠার ২০ বছরেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) অনুমোদন পায়নি। যার ফলে এখানকার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ বছরে একটি মোটা অঙ্কের টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দকৃত বাজেটের অর্থ থেকে। এছাড়াও নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে স্কুলটির শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙে পড়েছে। ক্লাস রুম সঙ্কটে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। নেই সাইন্স ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাব এবং লাইব্রেরি। একমাত্র বিদ্যালয় ভবনটির অবস্থাও জরাজীর্ণ। শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে নেই পর্যাপ্ত খেলার মাঠ এবং নিরাপত্তার জন্য নেই কোন প্রাচীর। শিক্ষক সংকট তো রয়েছেই। এসব কারণে প্রায় শিক্ষার্থীশূন্য বিদ্যালয়টি।

স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে ১৯৯৬ সালে ল্যাবরেটরি স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৯৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩১ তম সিন্ডিকেটের ৫নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্কুলের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে থানা গেটের পাশে বর্তমানে থনার জন্য ব্যবহারিত টিনের ঘরে শিক্ষা কার্যক্রম চললেও ২০০৪ সালে ক্যাম্পাসের উত্তর সীমান্তে নির্জন ও শান্ত পরিবেশে একটি স্কুল ভবন তৈরি করা হয়। কিন্তু তিন তলা ভবনটি তখন সম্পূর্ণ না হওয়ায় ক্লাস রুম সঙ্কটে পড়ে স্কুলটি। দুর্বল অবকাঠামোয় ভবনটি তৈরি হওয়ায় কয়েক বছরের মধ্যেই ছাদ ও দেয়াল চুইয়ে বৃষ্টির পানিতে শ্রেণীকক্ষ ও তার আসবাবপত্রগুলো নষ্ট হতে বসেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত আবেদন করেও কোন ফল পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ডিজিটাল ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার এ যুগেও বিদ্যালয়ে নেই কোন কম্পিউটার ল্যাব। বিজ্ঞান বিভাগের জন্য কোন সাইন্স ল্যাব না থাকায় শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান পাঠ্য বইয়েই সীমাবদ্ধ থাকছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য কোন লাইব্রেরির ব্যবস্থা নেই। তবে শিক্ষকদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। ২০০৪ সালে সিন্ডিকেট সভায় বিদ্যালয়টিকে কলেজ পর্যয়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ১৪ বছরেও কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি তারা। পরে ২০১০ সালে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে অধ্যক্ষে উন্নীত করে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার কথা থাকলেও শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে তা আজও সম্ভব হয়নি। শিক্ষার্থীদের শারিরীক ও মানসিক বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত খেলার মাঠের ব্যবস্থা নেই। যে মাঠটি রয়েছে তাও অসম্পূর্ণ। এছাড়া শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার জন্য আলাদা কোন প্রাচীরের ব্যবস্থা নেই। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এই দুই শাখায় ১৮ জন শিক্ষক থাকার বিধান থাকলেও এখানে রয়েছে ১৪ জন শিক্ষক, যা প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল।

স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকালীন নীতিমালা অনুযায়ী এখানের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয় চাকরিবিধির আওতায় থাকার বিধান থাকলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন নেই। এখানকার শিক্ষক-কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠার ২০ বছরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত চাকরির আওতাধীন হতে পারেননি। তাদের জন্য ইউজিসি কর্তৃক বছরে ১৫ লাখ টাকা থোক বরাদ্দের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু স্কুলের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের এক মাসের বেতন ৬ লাখ ৪০ হাজার ৩২৩ টাকা। দেখা যাচ্ছে ইউজিসি কর্তৃক বরাদ্দকৃত টাকা আড়াই মাসেরও কম সময়ের বেতন পরিশোধ করতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। বছরের সাড়ে ৯ মাসে ৬২ লাখ টাকাসহ তিনটি বোনাস বাবদ প্রায় ১২লাখ টাকা মোট ৭৪ লাখ টাকা পরিশোধ করতে হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। এতে প্রত্যেক বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট থেকে একটি বড় অঙ্কের টাকা স্কুলকে ঘাটতি দিতে হয়। এছাড়াও স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীরা পেনশন বাবদ অথবা কেউ মারা গেলে তাদের জন্য নেই কোন তহবিলের ব্যবস্থা। এছাড়াও ভবিষ্য তহবিল, অনর্জিত ইনক্রিমেন্ট, ক্যারিয়ার বেনিফিট, আবাসিক সুবিধা, জীবন বীমা, বেনোভোলেন্ট ফান্ড সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। কিন্তু নীতিমালা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-কর্মচারীদের মত তাদেরও এসব ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের কথা ছিল।